بسم الله الرحمن الرحيم

An Assignment
On

“মহিলাদের জন্য ইসলামী শিক্ষা করার গুরুত্ব ও ফযীলত”

Subject: RAM 302

Submitted to:
Ustaz Abdul Wahid

Submitted by:
Sabrina Siddika
Roll No: 1902209
Semister: 6th

IOM
Islamic Online Madrasah

সূচিপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-২
ইসলামে নারী শিক্ষা কেন প্রয়োজন	২
মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব	২-৭
কুরআনের আলোকে নারী শিক্ষার গুরুত্ব	৭-১২
হাদীসের আলোকে নারী শিক্ষার গুরুত্ব	১২-১৪
অর্জিত ইসলামিক শিক্ষার হক্ব	১৪- ১৫
উপসংহার	১৬
তথ্যসূত্র	১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম

ভুমিকা

মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব আশরাফুল মাখলুকাত। মহান আল্লাহ তায়ালা প্রথম মানুষ হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদের আদেশ দেন যেন তাকে সিজদা করা হয়। সকল ফেরেশতা মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহর এই আদেশ পালন করে সিজদা আদায় করেন। ইবলিশ সিজদা করতে অস্বীকার করে। মহান আল্লাহ তায়ালা হজরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে কিছু প্রশ্ন করেন, একই প্রশ্ন মহান আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের করেন।

ফেরেশতারা সে সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। হজরত আদম (আ.) মহান আল্লাহর কুদরতে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন। মহান আল্লাহ তায়ালা যে জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা দিয়ে হজরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন তা এ ঘটনা দ্বারা বোঝা যায়। মহান আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান তথা ইলম অর্জনের জন্য গুরুত্ব দেন।

আমাদের প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে যখন সর্বপ্রথম ওহী আসে, তখন সূরা আলাকের প্রথম আয়াত নাজিল হয়,

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾

অর্থঃ 'পড়ো, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আল-আলাক্ব-০১)

জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক নরনারীর জন্য ফরজ। হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, 'ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ তথা অবশ্য কর্তব্য।'

মহান রাব্বুল আলামীন দ্বীন শিক্ষাকে প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ করে দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টির সেরা, শরীয়তের ভাষায় আশরাফুল মাখলুকাত যার উপাধি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুকের খেতাবে ভূষিত এ মানব সম্প্রদায়। যাদের উপর মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্দেগী আবশ্যক করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থঃ আর আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সূরা-যারিয়াত ৫৬)

এই বন্দেগী পালনে মহান রবের পক্ষ থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আদিষ্ট। আর আমরা জানি, ইবাদাত পূর্ণভাবে আদায়ের জন্য ইলমে দ্বীনের শিক্ষা অপরিহার্য। (যেটুকু না শিখলে ফরজ ইবাদাত পালন

করা সম্ভব নয়।) যেহেতু ইবাদাতের ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়ে আদিষ্ট, সেহেতু বিদ্যার্জনের জন্য এ দুয়ের রয়েছে সমান অশগ্রহণের শরীয়ত সম্মত সুযোগ।

ইসলামে নারী শিক্ষা কেন প্রয়োজন?

প্রাক ইসলামী যুগে মহিলারা প্রচন্ড অন্যায়-অবিচারের শিকার হয়েছে, তাদের ইজ্জত-সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, তাদের কান্না ও আর্তচিৎকারে গোটা পৃথিবীর আকাশ-বাতাশ ভারি হয়েছে–একথা গোটা শিক্ষিতসমাজের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। কিন্তু কোন সভ্যতা, দর্শন কিংবা শাসন মহিলাদেরকে এই করুণ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে নি। ঠিক সেই মুহূর্তে সর্বপ্রথম ইসলামই মহিলাদের মুক্তি, শিক্ষা, শান্তি ও উন্নতির এক অলৌকিক নিদর্শন নিয়ে মানবজাতির সামনে উপস্থিত হয়। যার মাধ্যমে মহিলারা তাদের যাবতীয় অধিকার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়, নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পায়, হারানো ইজ্জত ফিরে পায় এবং শিক্ষার অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে মর্যাদার সমূচ্চ আসনে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

কিন্তু আজ সেই নারীজাতি পুনরায় আক্রান্ত। পণ্যরূপে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইজ্জত-আবরু বাজারে বিক্রি হচ্ছে। বস্তুবাদীদের যৌনসন্ত্রাস, অপশিক্ষা, অপসংস্কৃতি, জুলুম-নির্যাতন, অপহরণ, গুম, খুন ও ধর্ষণের মত বিভিন্ন জুলম-আঘাতে ক্ষতবিক্ষত আজ নারীসমাজ। সবমিলিয়ে তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার অবকাঠামো প্রতিনিয়ত ধসে চলেছে। যদি শীঘ্রই এই অবস্থার কোন পরিবর্তন না ঘটে, তবে এক সময় তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার অস্তিত্ব পর্যন্ত হুমকির সম্মূখীন হতে বাধ্য।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়, বিশ্বশক্তিগুলো এই সমস্যা নিরসনের প্রতি মনোনিবেশ করেছে এবং তারা নারীদের শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে আয়োজন করছে বিশ্বব্যাপী সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, গঠন করছে অসংখ্য নারী অধিকার সংস্থা ও সংগঠন, প্রণয়ন করে চলেছে নারী নির্যাতন রোধক আইনের মত কঠিন শাস্তির বিধান। কিন্তু বাস্তবতা বলছে, এসব কিছুর পরেও নারীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বিন্দু পরিমাণও হ্রাস পায় নি, বরং প্রতিনিয়ত তা বেড়েই চলেছে।প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যে সকল দেশ বিশ্বব্যাপী নারীদের অধিকার নিয়ে বেশী মাথা ঘামাচ্ছে, বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার জরিপ অনুযায়ী, তাদের দেশেই নারীরা সবচেয়ে বেশী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তাই প্রাক ইসলামী যুগে যেভাবে কোন মতবাদ বা নিদর্শন মহিলাদের সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি, ঠিক সেভাবে এখনো কোন নিদর্শন দিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করা যাবে না। বরং এই মুহূর্তে ইসলামের অলৌকিক নিদর্শনই এর একমাত্র সমাধান। এছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। এটাই বাস্তব সত্য।

➢ মহিলাদের দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব

তৎকালীন আরবে ক্রীতদাসীদের সামাজিক কোনো অবস্থান ছিল না। মহানবী (সা.) এ ধরনের নারীকে শিক্ষা-দীক্ষা দিতে বলেছেন। তার সঙ্গে ভালো ব্যবহারের কথা বলেছেন। এমনকি তাকে স্বাধীন করে বিয়ে করলে দ্বিগুণ সওয়াব ও প্রতিদানের কথাও বলেছেন। মহানবী (সা.) বিভিন্ন সময়ে নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা

দেওয়ার জন্য নারীর মা-বাবাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘যে তিনটি কন্যাসন্তান অথবা তিন বোন প্রতিপালন করল, তাদের শিষ্টাচার শিক্ষা দিল এবং তাদের প্রতি দয়া করল, অবশেষে আল্লাহতায়ালা তাদের মুখাপেক্ষীহীন করে দিলেন। তাহলে তার জন্য আল্লাহ জান্নাত অবধারিত করে দেবেন। তখন এক সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! দুটি কন্যাসন্তান প্রতিপালন করলেও? তিনি উত্তরে বললেন, দুটি করলেও।’ (শারহুস সুন্নাহ, সূত্রে মিশকাত, পৃষ্ঠা : ৪২৩)

জ্ঞানার্জনের কোনো বিকল্প ইসলামে নেই। ইসলামের প্রাথমিক যুগে জ্ঞানচর্চার যে প্রবাহ শুরু হয়, নারীরাও সেখানে শামিল হয়েছিল। পরবর্তীতে আববাসীয় ও উমাইয়্যা যুগে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে উভয়কে সমভাবে জ্ঞানার্জনের আদেশ দিয়েছে, কুরআনের নির্দেশও তাই। কুরআন সকল পাঠককেই আদেশ করছে পড়তে, চিন্তা-গবেষণা করতে, অনুধাবন করতে, এমনকি বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে লুক্কায়িত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে।

একটা সমাজ সংশোধনে শিক্ষিত নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। এরা যে দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করতে পারবে, এটা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের পক্ষেও সম্ভব হবে না। এদের শিক্ষা-দীক্ষা অর্জনের সুযোগ না হলে হালাল-হারামের বাছ-বিচার করবে না, আল্লাহ ও রাসুলের মর্যাদাকে অনুধাবন করবে না। বিভিন্ন অনৈতিকতা, কুফরি-শিরক ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তাদের কারণে হয়তো সমাজে কোনো বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে।

নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা জরুরি, যেন তাদের ইসলামের সর্বজনীন বিধানগুলো বুঝতে সহজ হয়। রাসুলের মুখনিঃসৃত বাণীগুলো জানতে পারে। নিজের প্রতিবেশীদের মধ্যে দাওয়াতের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। নিজের বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনকে সুন্দর করতে পারে। সন্তানদের সুশিক্ষা দিতে পারে। মা শিক্ষিত ও শিষ্টাচারঋদ্ধ হলে পরিবারের অন্ধকার ও মূর্খতা এমনিতেই চলে যাবে। আদর্শ সমাজ গঠন হবে। সন্তানদের জীবনে এগুলোর প্রতিফল ঘটবে।

মহানবীর শিক্ষা ও পবিত্র সিরাতে নারীদের শিক্ষা-দীক্ষার ইতিবাচক দিক খুবই গুরুত্বসহকারে বিদ্যমান। তিনি নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণের প্রতি বিশেষভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তিনি বিভিন্ন সময় নারীদের উদ্দেশে শিক্ষামূলক ভাষণ দিয়ে জানিয়ে বলেছেন, ‘প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জ্ঞানার্জন করা ফরজ।’ (ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২২৪)

এই হাদিসের মধ্যে পুরুষদের সঙ্গে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত। মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহতায়ালা সুরা বাকারা দুই আয়াতের মাধ্যমে শেষ করেছেন যা আমাকে আরশের নিচের ভাণ্ডার থেকে দেওয়া হয়েছে। অতএব এগুলো তোমরা নিজেরা শেখো ও তোমাদের নারীদের শেখাও।’ (দারেমি, হাদিস: ৩৪৩০)

মহানবী (সা.) নারীদের শিক্ষা-দীক্ষাসহ সার্বিক বিষয়ের প্রতি কত যে গুরুত্ব দিতেন, সেটা ফুটে উঠেছে হজরত ওমর (রা.)-এর বক্তব্যে। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, ‘আল্লাহর কসম! আমরা

জাহেলিয়াতের অন্ধকারে ডুবে ছিলাম। কোনো ব্যাপারেই নারীদের গুরুত্ব দিতাম না। অবশেষে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে যা নাজিল করার, তা নাজিল করলেন। আর তাদের জন্য যা বন্টন করার, তা বন্টন করলেন। এই অত্যাচারী সমাজ নারীদের লাঞ্ছিত ও তাদের জীবন অন্ধকারের অতলগহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল। সেখানে আল্লাহ তার রাসুল মোহাম্মদ (সা.)-কে পাঠালেন। যিনি মেয়েদের প্রতি গুরুত্বারোপ করলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা সমুন্নত করলেন। মানুষকে তাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার এবং তাদের গুরুত্ব প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং কন্যাসন্তানের উত্তম তারবিয়াতের প্রতি উৎসাহ দিলেন। আর মুসলিম সমাজকে সেই বিরাট প্রতিদানের প্রতি আগ্রহী করে তুললেন, যা আল্লাহ তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। রাসুল (সা.) ঘোষণা করলেন, 'যে ব্যক্তি দুটি কন্যাসন্তানের বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করবে (তিনি তার হাতের আঙুলগুলো একত্র করে বললেন), কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এরূপ কাছাকাছি থাকব।' (মুসলিম, মিশকাত সূত্রে, পৃষ্ঠা : ৪২১)

আলাদা দিন নির্ধারণ করে মহানবী (সা.) নারীদের নসিহত করেছেন। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, নারীরা নবীজি (সা.)-এর কাছে বলল, আপনার কাছে তো সব সময় পুরুষদের ভিড় থাকে, তাই আমাদের তালিম-তারবিয়াতের জন্য আলাদা একটা দিন নির্ধারণ করুন! নবীজি (সা.) তাদের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করলেন, তাদের কাছে গিয়ে ওয়াজ-নসিহত করলেন এবং নেক কাজ করার আদেশ করলেন।' (বুখারি, হাদিস : ১০১)

নারী সাহাবিরাও জ্ঞানার্জনে অনেক গুরুত্ব দিতেন। বিশেষ করে আনসারি নারীরা দ্বীনের গভীর জ্ঞানার্জনে অনেক আগ্রহ রাখতেন। আয়েশা (রা.) বলেন, আনসারি নারীরা কত ভালো! দ্বীনি জ্ঞানার্জনে লজ্জা তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।' (মুসলিম, হাদিস : ৩৩২)

আর উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) নিজেই তো হাদিস, ফারাইজ, হালাল-হারামের বিধিবিধানের ব্যাপারে সবার অগ্রগামী ছিলেন। বড় বড় সাহাবায়ে কেরামও তার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে শরণাপন্ন হতেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের দ্বীনের অর্ধেক এই হুমায়রা (আয়েশা রা.) থেকে গ্রহণ করো।' (নাসায়ি শরিফ)

এমনিভাবে উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালমা, হাফসা, উম্মে হাবিবা, আসমা বিনতে আবু বকর ও উম্মে আতিয়্যার মতো আনসারি নারীরাও জ্ঞানার্জনে ঈর্ষণীয় মর্যাদা অর্জন করেছেন। বড় বড় তাবেয়ি তাদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এই ধারাবাহিকতা শুধু নারী সাহাবিদের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকেনি। পরবর্তী যুগগুলোতেও এমন অনেক মহীয়সী নারী জন্মেছেন যারা হাদিস বর্ণনা, পাঠদান, ফতোয়া প্রদান, গ্রন্থনা-রচনা ও ওয়াজ-নসিহতের মতো গুরুত্বপূর্ণ খেদমত করে গেছেন। হাজারো ইলমপিপাসু তাদের থেকে জ্ঞানার্জন করে তৃপ্ত হয়েছে। মুসলিম নারী স্কলারদের বিস্মৃত ইতিহাস, তাদের জীবনকর্ম ও অবদান নিয়ে অক্সফোর্ডের শিক্ষক ড. মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম নদভী ৫৩ খণ্ডের বিশাল গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তা থেকে জানা যায়, শিক্ষা-সংস্কৃতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অবদান কত বেশি ছিল।

মহানবীর (সা.) কাছে প্রথম যে ওহী নাযিল হয়েছিলো তার প্রথম শব্দ ছিল 'ইকরা' অর্থাৎ পাঠ কর। এখানে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই পাঠ করতে বলা হয়েছে। সুতরাং জ্ঞানার্জন শুধুমাত্র পুরুষের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়নি, পুরুষের মত নারীকেও জ্ঞানার্জনের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। নবী (সা.) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জীবনব্যাপী জ্ঞানের সাধনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তিনি ক্রীতদাসীদেরকেও শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ দান করেছেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নবী (সা.) বক্তৃতার আসরে যোগ দিতেন। বদর যুদ্ধে বন্দীদের শর্ত দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে যে কেউ দশজন মুসলিমকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে তাদের প্রত্যেককেই বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেওয়া হবে।ইসলামে পার্থিব শিক্ষা লাভ করার জন্য নারীকে শুধু অনুমতিই দেওয়া হয়নি; বরং পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা যেমন প্রয়োজন মনে করা হয়েছে, নারীদের শিক্ষা-দীক্ষাও তদ্রূপ মনে করা হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে নি, উভয়ের অধিকার সমান।

হযরত আয়েশা (রা.) এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষিতা নারীরা শুধু নারীদের নয়, পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। সাহাবী, তাবেয়ী এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাদের নিকট হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন।শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অবশ্য শিক্ষার প্রকারে পার্থক্য আবশ্যক। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে, তদ্বারা তাকে আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা এবং আদর্শ গৃহিনীরূপে গড়ে তোলা হবে। যেহেতু তার কর্মক্ষেত্র গৃহ, সেহেতু তাকে এমন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যা এ ক্ষেত্রে তাকে অধিকতর উপযোগী করে তুলতে পারে। এ ছাড়া তার জন্য ঐ সকল বিদ্যা-শিক্ষারও প্রয়োজন যা মানুষকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তুলতে, তার চরিত্র গঠন করতে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত করতে পারে। এই ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা প্রত্যেক নারীর জন্য অপরিহার্য। এরপর কোনো নারী যদি অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মানসিক যোগ্যতার অধিকারিণী হয় এবং এ সকল মৌলিক শিক্ষা-দীক্ষার পরও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তাহলে ইসলাম তার পথে প্রতিবন্ধক হবে না। তবে শর্ত হলো, কোনো অবস্থায়ই সে শরীআতে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে না। শরীআতের গণ্ডির মধ্যে থেকে তাকে উচ্চ শিক্ষালাভে ব্রতী হতে হবে।

ইসলাম যেভাবে পুরুষের উপর শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন ফরয করে দিয়েছে, ঠিক তেমনি এটা ফরয করে দিয়েছে নারীদের উপর। নবী (সা.) আলিমদের তার উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন। এ ঘোষণায় তিনি পুরুষ বা নারী কাউকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেননি। তিনি আরও বলেছেন, 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপরই ফরয।' এখানেও নর ও নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে পুরুষ ও নারী উভয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গোটা মানব জাতিকে ধ্বংস হতে উদ্ধার করার লক্ষ্যে নবী (সা.)-এর ঐ বাণী সে যুগে এমন নজিরবিহীন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথাও নারীর কোনো রকম ইয্যত-সম্মান ছিল না। তথাকথিত উন্নত জাতির লোকেরাও নারীদেরকে মানবের স্তর হতে বহিষ্কার করে জীব-জন্তুর স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। মহান আল্লাহ অশেষ রহমত করে তার প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষার মাধ্যমে শুধু

পুরুষদেরকেই নয়, বরং নারীদেরকেও সঠিক মানবতা ও মর্যাদার উঁচু চূঁড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। বর্বরতার যুগে ক্রীত দাস-দাসীদের মান-ইয্যত বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু ইসলামের শিক্ষার মাধ্যমে তারাও এত উচ্চ আসনে আসীন হয়েছেন যে, অনেক সম্মানিত ব্যক্তিরাও তাদের নিকট হতে দীনি শিক্ষা গ্রহণের মুখাপেক্ষী হয়েছেন। ইসলামের শিক্ষার আলোকে পুরুষদের মধ্য হতে যেমনি আবু বকর, উমার, উসমান, আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমার (রা.) এবং হাসান বসরী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী এর মত মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি আয়েশা, হাফসা, শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ, কারীমা বিনতে মিকদাদ, উম্মে কুলসুম (রা.) মত মহিয়সী নারীও আত্মপ্রকাশকরেছিলেন।

মোটকথা, ইসলামের নির্ধারিত সীমা ও গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করেই সে যুগের নারীগণ আত্মসংশোধন এবং জাতির খিদমতের উদ্দেশ্যে দীনি-শিক্ষা লাভ করতেন এবং নিজ সন্তানদেরকে এমন আদর্শবান করে গড়ে তুলতেন, যাতে তারা নিজেদের যুগের পথিকৃৎ রূপে কওমের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন।শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করার জন্য নারী জাতিকে রাসুল (সা.) বহু হাদীসে তাকীদ দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষাকে যেরূপ জরুরি মনে করা হয়েছে, নারীদের জন্যও তেমনি আবশ্যক মনে করা হয়েছে। পুরুষরা যেমন নবী (সা.)-এর নিকট তালীম গ্রহণ করতেন, তেমনি করতেন নারীরাও। শুধু সম্ভ্রান্ত নারীদেরকেই নয়, বরং দাসীদেরকেও শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘‘যার নিকট কোনো দাসী আছে এবং সে তাকে শিক্ষা দান করে, ভালভাবে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়, এবং মর্যাদা দান করে, তার জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।’

পুরুষ সাহাবীগণ যেমন রাসুল (সা.) থেকে দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতেন, তেমনি নারী সাহাবীগণও নিঃসংকোচে জ্ঞান অর্জন করতেন। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যেমন পুরুষ মুফতী ছিলেন, তেমনি ছিলেন নারী মুফতী। উমর, আলী, যায়েদ ইবন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) প্রমুখ পুরুষ সাহাবীদের ন্যায় আয়েশা সিদ্দীকা, উম্মে সালমা, হাফসা (রা.) প্রমুখ নারী সাহাবীগণও ফতোয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করতেন। মর্যাদাসম্পন্ন বহু পুরুষ সাহাবী তাদের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন এবং তাদের ফতোয়া মেনে নিতেন।

তিরমিযী শরীফে আবূ মূসা (রা.) সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, ‘আমাদের মাঝে যখনই কোনো হাদীসের বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা দিত, আমরা তখনই আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নিকট জিজ্ঞাসা করলে তার সমাধান পেয়ে যেতাম। ইলমে দীন শিক্ষা লাভ করার জন্য ইসলাম নারী জাতিকে শুধু সুযোগই দেয়নি বরং ফরয করে দিয়েছে। পুরুষরা যেভাবে নবী (সা.)-এর নিকট ‘ইলমে দীন শিক্ষা লাভ করতো, তেমনি নারীদের জন্যও ‘ইলমে দীনের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। নবী (সা.) ক্রীতদাসীদেরকেও শিক্ষা দেওয়ার

জন্য নির্দেশ দান করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) তার সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে নারী শিক্ষা সম্পর্কে পৃথক একটি শিরোনামও দিয়েছেন। যার বিশ্লেষণের দ্বারা নারী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থারই গুরুত্ব বোঝা যায়। সাহাবা এবং তাবেয়ীদের যুগেও বিকল্প পন্থায় নারীদের ইসলামী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে যুগে নারীদের মধ্যে বড় বড় বিদূষী, বিজ্ঞানী এবং হাদীসবেত্তা বিদ্যমান ছিলেন। আয়েশা, আসমা, উম্মে দারদা, ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.)প্রমুখ নারী সাহাবীদের 'ইলমে যোগ্যতা ও ইসলামী আইন বিদ্যা সম্পর্কে তাবাকাতে ইবনে সাদ এবং মুসনাদে আহমদে বিবরণ রয়েছে। আয়েশা (রা.) -এর নিকট হতে অনেক সাহাবী ও তাবে'য়ী দীনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন।

নবী (সা.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। এ হাদীসে কুরআনের 'ইলম শিক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে। আর এ শিক্ষা পুরুষদের ন্যায় নারীদের জন্য সমভাবে প্রয়োজন।প্রখ্যাত জ্ঞানপ্রবর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বেহেশতী জেওর নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'এলাকার মুসলিম নারীদেরকে একত্র করে দীনি শিক্ষা দেওয়া একান্ত দরকার।' শুধু নামায রোযার আহকাম, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও সামান্য তাসবীহ-তাহলীল জানলেই ইসলামী জ্ঞানার্জন হলো না, বরং ইসলামী আকাইদ, ইবাদত, ব্যবহারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের বিধি-বিধানের 'ইলম অর্জন করা এবং অপর মুসলিমকে শরীয়তের অনুসরণে সংশোধন করা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই জরুরি। দীনের শিক্ষা ছাড়া বিধি-বিধানের সংস্কার সম্ভব নয়।

অমিয়া বাগদাদী নাম্নী জনৈকা নারী মদীনাতে ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট 'ইলমে হাদীস এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট 'ইলমে ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। এমনিভাবে ইসলামের প্রথম যুগে নারীরা হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ এর বিশদ জ্ঞান অর্জন করে দীনের প্রচারণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর এ শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রচারণা পর্দাহীনভাবে হয়নি। বরং পর্দার মাধ্যমেই হয়েছে।'মাদখাল'নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, অতীতে মুসলিম মনীষীদের পত্নীগণ ইসলামী শরীয়তের বিষয়াদি লিখে নারীদের নিকট ব্যাপকভাবে প্রচার ও শিক্ষাদান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যার ফলে তাদেরই গর্ভে বড় বড় আলেম, ফকীহ ও ইমামের জন্ম হয়। যাদের দৃষ্টান্ত বর্তমান বিশ্বে দূর্লব।

কুরআনের আলোকে নারী শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলাম নারী শিক্ষার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে, এই বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহের বহু স্থানে উল্লেখ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং আপন পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও (সূরা-তাহরীম-৬)

উক্ত আয়াতে কারীমায় মহান রাব্বুল আলামীন পরিবারবর্গকে (মা-বোন ও সন্তান) কেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর কথা বলেছেন। আর বন্দেগীর জন্য ইলমে দ্বীনের শিক্ষা অপরিহার্য। স্পষ্টতই নারীর দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম। কুরআনও যার ব্যাপারে অভিভাবকদের আদেশ করেছে।

প্রশ্ন আসে যে, পবিত্র কোরআনে

ولهن مثل اللذي عليهن بالمعروف

অর্থঃ আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন তাদের প্রতি পুরুষের রয়েছে।

এবং প্রসিদ্ধ হাদিস –

النساء شقاءق الرجال

অর্থঃ নারীরা পুরুষের অনুরূপ। (তিরমিযী, হাদিস: ১১৩, ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৬১২)

থেকে নারী-পুরুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান অধিকারের কথা স্পষ্ট বুঝে আসা সত্ত্বেও হাদিসে বিশেষভাবে নারী শিক্ষার উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা কেন পড়লো? যদি এই হাদিস সমূহ না বলা হতো তবুও তো নারীর ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় শিক্ষিতা হওয়ায় ধর্মীয় বাধা ছিল না। হ্যাঁ সহশিক্ষা, শরীয়ত বিরোধী পরিবেশ, নারীর সুরক্ষার শতভাগ সুবিধা না থাকায় এবং বিশেষত জাগতিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রী বৈষম্যতার দরুণ বর্তমান ফিৎনার যুগে ইসলামী শরীয়ত সম্মত পন্থায় নারী শিক্ষায় বৈধতা দেয় এটা ভিন্ন কথা। এসব সমস্যা না থাকলে নারীর শিক্ষার উপর ধর্মীয় কোন বাধা-নিষেধ নেই। তবুও নবীজী সা. বিশেষভাবে তাকীদ করা এজন্য যে, তিনি হাদিস পাকে ইরশাদ করেন-

اوتيت علم الاولين والاخرين

অর্থ: "আমাকে পূর্বাপর সকলের জ্ঞান দেয়া হয়েছে।"

এর আলোকে স্বীয় ঐশী দূরদর্শিতার বলে তিনি বুঝেছিলেন, সুদূর ভবিষ্যতে নারী শিক্ষার গুরুত্ব লোপ পাবে আর এ মহান অধিকার থেকে হয়তোবা তারা বঞ্চিত হবে, তাই তিনি তাদের কথা স্পষ্টত: উল্লেখ করে দিয়েছেন। নারী হলো শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। বাচ্চা শৈশবের পুরো সময়টাই মায়ের সাথে কাঁটায়। এসময় মায়ের থেকে দেখে সে যা শিখে তা তার কচিমনে পাথরের উপর খোদাই করা লিপির ন্যায় বদ্ধমূল হয়ে যায়। প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার সূচনা তাই হয়, যা সে তার মায়ের কাছে থেকে শিখে। অতএব মা যদি নিজে শিক্ষিতা না হয়, ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করার জন্য ভালো-মন্দের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকে, তখন উপযোগী ও কাঙ্খিত তারবিয়াত না পাওয়ায় যে শূণ্যতা বাচ্চার জীবনে সৃষ্টি হয় তা অদূরণীয়। স্কুলে যেসব মিশ্র নৈতিকতার শিক্ষা সে মনে ধারণ করে তা তার অন্তরে বদ্ধমূল হতে যথেষ্ট সময় নেয়। অনেক বিষয়ের মধ্যে একটি ইসলাম শিক্ষা যা নৈতিকাতার পরিচায়ক, এটা তখন সে দীক্ষা

হিসেবে নয়, পরিক্ষায় পাশের জন্য পড়া-শুনা করে। যে শিক্ষা ছোটকালে তার নিকট মুখ্য থাকার কথা, তা পরিক্ষার বিষয় হিসেবে আয়ত্ব করে সে, কাজেই মায়ের শিক্ষিত হওয়াটা অত্যন্ত জরুরী, যেন সন্তানের সুষ্ঠভাবে বেড়ে উঠতে তার অবদান প্রকাশিত হয় এবং সন্তান সুনাগরিক হয়ে দেশ-সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে।

কুরআন কারীমের অসংখ্য আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য আদেশ করা হয়েছে। মহিলারাও সেই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। মহিলাদের আলোচনা পৃথকভাবে করা না হলেও ব্যতিক্রম কতিপয় বিধান ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ বিধান পালনের ক্ষেত্রে মহিলারাও কুরআনের আদেশসূচক সম্বোধনের মধ্যে শামিল। সুতরাং প্রয়োজনীয় ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা যেভাবে পুরুষের উপর ফরজ, তেমনিভাবে নারীদের উপরও ফরজ। নিম্নে এ সংক্রান্ত কতিপয় কুরআনের আয়াত পেশ করা হল।

আল্লাহ তা‘আলা কুরআন কারীমে ইরশাদ করেন–

وَ اذۡکُرۡنَ مَا یُتۡلٰی فِیۡ بُیُوۡتِکُنَّ مِنۡ اٰیٰتِ اللّٰهِ وَ الۡحِکۡمَۃِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ لَطِیۡفًا خَبِیۡرًا ﴿۳۴﴾

অর্থঃ আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে, আয়াতসমূহ ও হিকমত পঠিত হয়- তা তোমরা স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত। (সূরাহ আহযাব, আয়াত নং ৩৪)

এ আয়াতে মহিলাদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন ও বিতরণের উপর একটি অর্থবহ ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–“এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান যে, উম্মাহাতুল মুমিনীন (রা.) নবী কারীম (সা.)-এর কাছ থেকে যেসব বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া তাঁদের কর্তব্য, যাতে লোকেরা সে অনুযায়ী আমল ও জীবন পরিচালনা করতে পারে। এর দ্বারা দ্বীনের মাসায়িলের ব্যাপারে একজন নারী কিংবা পুরুষের খবর গ্রহণযোগ্য হওয়াও প্রমাণিত হয়।”(আহকামুল কুরআন–ইবনুল আরাবী, ৩য় খণ্ড, ৪৩২ পৃষ্ঠা)

আল্লামা মুফতী শফী (রহ.) ইবনুল আরাবী (রহ.)-এর উপর্যুক্ত বক্তব্য তুলে ধরে লিখেছেন যে, “যদি কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে কুরআনের কোন আয়াত বা হাদীস শুনে, তা অন্যান্য লোকের কাছে পৌঁছে দেয়া তার কর্তব্য। এমন কি কুরআনের যেসব আয়াত নবীজীর পূণ্যবতী স্ত্রীগণের গৃহে নাযিল করা হয়েছে অথবা নবীজীর নিকট থেকে তারা যেসব শিক্ষা লাভ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অপর লোকের সাথে আলোচনা করা তাঁদের উপর বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার এ আমানত উম্মতের অপরাপর লোকের নিকট পৌঁছানো সেই পূণ্যবতী স্ত্রীগণের অপরিহার্য কর্তব্য।” (তাফসীরে মা‘আরিফুল কুরআন, ৭ম খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)

অতএব, বুঝা গেলো–পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রচার-প্রসার এবং দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান করা যেভাবে পুরুষদের কর্তব্য, তেমনি নারীদেরও কর্তব্য। নারীরা তাদের মহলে এ দায়িত্ব আনজাম দিবে।

তেমনি মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

فَاعۡلَمۡ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۡۢبِکَ وَ لِلۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ یَعۡلَمُ مُتَقَلَّبَکُمۡ وَ مَثۡوٰىکُمۡ ﴿۱۹﴾

অর্থঃ"(হে নবী!) আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর আপনার অবিবেচ্যের জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।" (সূরাহ মুহাম্মদ, আয়াত নং ১৯)

এ আয়াতে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মহান আল্লাহর তাওহীদের ইল্মের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারপর সেই জ্ঞানের আলোকে নিজের ও মুমিন বান্দা-বান্দীর আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সুতরাং বুঝা গেল যে, জ্ঞান অর্জনের স্থান আমলের পূর্বে। আর তাতে নারী পুরুষ উভয়েই শামিল। এ কারণে ইমাম বুখারী (রহ.) এই আয়াতটি 'বাবুল ইলমি কাবলাল কাউলি ওয়াল আমালি অর্থাৎ "বলা ও আমলের পূর্বে ইলম অর্জন করতে হবে" নামক অধ্যায়ে এনেছেন।

অন্যত্র তা'আলা ইরশাদ করেন–

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَکُمۡ وَ اَهۡلِیۡکُمۡ نَارًا

অর্থঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।" (সূরাহ তাহরীম, আয়াত নং ৬)

হযরত আলী (রা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

علموا أنفسكم وأهليكم الخير

অর্থঃ "এই আয়াতে মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে কল্যাণের বিষয় শিক্ষা দাও।" (মুস্তাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৩৮২৬)

ইমাম নববী (রহ.) এই আয়াতের আলোকে লিখেছেন-

يأمر تعالى بطاعته ، وترك معصيته ، وأمر أهله بذلك ، والقيام عليهم ، وتأديبهم وتعليمهم ، لينجو من النار العظيمة

অর্থঃ "এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর আদেশ মান্য করার এবং নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আর পরিবার-পরিজনকেও এই নির্দেশ পালন করানো, এর উপর সুদৃঢ় রাখা এবং তাদের

এর শিক্ষা-দীক্ষা দেয়ার নির্দেশ করা হয়েছে। যাতে তারা জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা পায়।” (তাতরীজু রিয়াজিস সালিহীন, ১ম খণ্ড, ২২০ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আলুসী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনÑ“পুরুষদের নিজের জন্য যে সকল জ্ঞান অর্জন করা ফরজ, সেগুলো তার পরিবার-পরিজনকেও শিক্ষা দেয়া ফরজ। তবে কিছু সংখ্যক মুফাসসির ‘আনফুস’ শব্দে সন্তানদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা, হাদীসের আলোকে সন্তানকে পিতার অংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে।” অতঃপর তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন“ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, যে বলেছে হে পরিবার-পরিজন! তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা, তোমাদের যাকাত এবং তোমাদের মিসকীন, ইয়াতীম ও প্রতিবেশীদের হক যথাযথভাবে আদায় কর। তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে তার সাথে জান্নাতে একত্রিত করবেন।” কোন কোন আলেম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, “কিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সম্মূখীন হবে যে তার পরিবারকে অজ্ঞ রেখেছে।” (তাফসীরে রূহুল মা‘আনী, ২৮ খ-, ৪৮৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন —

قُلْ ہَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থঃ “আপনি বলুন, যারা জ্ঞানী আর যারা অজ্ঞ, তারা কি সমান হতে পারে?” (সূরাহ যুমার, আয়াত নং ৯)

অত্র আয়াতে বলা হয়েছে–জ্ঞানী ও অজ্ঞ এক সমান নয়। কেননা, ধর্মের জ্ঞান মানুষকে আলোকময় পথ দেখায়, মুক্তির পথ প্রদর্শন করে এবং কু-সংস্কার ও কুকর্ম থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে অজ্ঞতার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য নেই। বরং অজ্ঞতা হল পুরোপুরি অন্ধকার। যার কারণে জেনে-বুঝে পুরোপুরি দ্বীনের উপর চলা তার জন্য কঠিন হয়। এ কারণে এ আয়াতে জ্ঞানী ও অজ্ঞ এক সমান নয় বলে প্রত্যেক মুসলমান নারী ও পুরুষকে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষার প্রতি অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে–

اِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

অর্থঃ “আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল আলেমরাই।” (সূরাহ ফাতির, আয়াত নং ২৮)

এ আয়াতে ধর্মীয় জ্ঞানের ফজীলত স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ইলমে দ্বীন মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি ও তাকওয়া সৃষ্টি করে। ফলে সে আল্লাহর আজাব ও শাস্তির ভয়ে যাবতীয় অন্যায় থেকে বিরত থাকে। পক্ষান্তরে যার কাছে ধর্মীয় জ্ঞান নেই, সে আল্লাহকে চিনবে না এবং সে ন্যায়-পরায়ণতা সম্পর্কেও অবগত

হতে পারবে না। ফলে তার পক্ষে তাকওয়া অর্জন করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা সহজ নয়। উক্ত হুকুম পুরুষ-মহিলা সবার জন্য। তাই মহিলারাও ইলম অর্জন করে আল্লাহভীতি হাসিল করতে পারে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা করেন–

يَرۡفَعِ اللهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡكُمۡ ۙ وَالَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ دَرَجٰتٍ

অর্থঃ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে ইল্ম দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন।" (সূরাহ মুজাদালা, আয়াত নং ১১)

এই আয়াতে জ্ঞানীদের মর্যাদা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। যদি মহিলারা ইলমে দ্বীনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকে, তাহলে তারা এই ফজীলত থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। সুতরাং তাদের পক্ষেও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য কষ্ট-সাধনা করতে হবে।

অন্য স্থান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

فَلَوۡ لَا نَفَرَ مِنۡ كُلِّ فِرۡقَةٍ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوۡا فِى الدِّيۡنِ

অর্থঃ "কেন তাদের প্রত্যেকটি দলের একেকটি অংশ বের হলো না, যেন তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে?" (সূরাহ তাওবা, আয়াত নং ১২২)

আল্লামা আলুসী (রহ.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, অনেক তাফসীর বিশারদগণের মতে এখানে "বের হওয়া" থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য বের হওয়া উদ্দেশ্য।" (তাফসীরে রূহুল মা'আনী)

এই আয়াতে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যদি মহিলাদের জন্য সন্নিকটে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের উপায়-উপকরণ না থাকে, তাহলে তারাও শরীয়া দিকনির্দেশনা মুতাবিক শর্তসাপেক্ষে সফর করতে পারবে।

এসব আয়াতে যদিও মহিলাদের বিষয়টা ভিন্নভাবে আলোচনায় আনা হয়নি, কিন্তু সঠিক মত অনুসারে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের এসব নির্দেশসমূহ পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এখানে স্বতন্ত্রভাবে মহিলাদের বিষয়টা উল্লেখ না করা এমনই, যেভাবে নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত-এর ব্যাপারে তাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু তারা সেই হুকুমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

হাদিসের আলোকে নারী শিক্ষার গুরুত্ব

হাদিসের বহু স্থানে নারী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে-

عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة

অর্থ: শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবীজী সা. আমার কাছে আসলেন, আর আমি তখন হাফসা রা. এর নিকটে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি তাকে যেভাবে লিপিবিদ্যা শিখিয়েছো সেভাবে খুঁজলি-পাচড়ার চিকিৎসার পদ্ধতিও কেন শিখিয়ে দিচ্ছো না? (আবু দাউদ-৩৮৮৭)

উক্ত হাদিসে হযরত শিফাকে লক্ষ্য করে নবীজীর উক্তি "কেন শিখাচ্ছো না" থেকেই তাঁর গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে। যিনি আল্লাহর রাসূল, তার সাধারণ কথাটা ভিন্নভাবে ব্যক্ত করা নারী শিক্ষার সর্বোচ্চ গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে। এ থেকে মহিলাদের লিপিবিদ্যায় দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব বুঝা যায়।

এক হাদিসে প্রিয়নবী সা. ইরশাদ করেন –

"তিন ব্যক্তির জন্য দিগুন সওয়াব রয়েছে। তন্মধ্যে একজন এমন ব্যক্তি যার নিকট একজন দাসী আছে। (যার সাথে সে মিলিত হয়।) সে তাকে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিখিয়েছে, ভালোভাবে দ্বীনি তা'লীম দিয়েছে। এবার তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে নিয়েছে। তার জন্য দু'টি প্রতিদান রয়েছে।"

জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, ইমাম বুখারী রহ, তার প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনাম চয়নে যথেষ্ট বুৎপত্তি ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। অনেক মুহাদ্দিসের মতে ইমাম বুখারীর ফিকহ্ তাঁর অধ্যায়ের শিরোনামে লুকায়িত রয়েছে। এ হাদিস তিনি যে অধ্যায়ে এনেছেন তার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে- "এ অধ্যায়ে ঐ ব্যক্তির বর্ণনা হবে যে তার স্ত্রী-পরিজন ও বাঁদীকে ইলম শিখায়।"

নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষার সমান গুরুত্ব সম্পর্কে, আল্লাহর নবী বলেছেন; "জ্ঞান অর্জন নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য ফরজ"।

অন্য একটি অনুষ্ঠানে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) আল্লাহর নবী (সা.) এর বর্ণনা দিয়েছেন যে, "যদি কোনো পুরুষের ঘরে কোনো কন্যা সন্তান জন্ম নেয় এবং সে তাকে আদর করে লালন-পালন করে, তাকে কোনো অসম্মান না দেখায় এবং তার সঙ্গে তার মতো আচরণ করে। তার ছেলেদের সাথে আচরণ করে, প্রভু তাকে জান্নাতে পুরস্কৃত করবেন।"

আবার একই পৃষ্ঠায় কানযুল আমাল-এ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা.) বলেছেন: "যদি কোনো ব্যক্তির একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সে তাকে লালন-পালন করে, তবে আমি নিজেই তাকে জীবনের শিল্পে ব্যবহার করব। তার এবং জাহান্নামের মধ্যে দাঁড়াও।"
নারী শিক্ষার প্রতি ভক্তি ও বিশেষ মনোযোগ নিম্নলিখিত হাদিস থেকে স্পষ্ট। "যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাকে লালন-পালন করে, তাদেরকে ভালো আচরণ ও দক্ষতা শেখায়, তাদের (ভালো পুরুষদের সাথে) বিয়ে দেয় এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, তার জন্য জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে আবু দাউদ।

আল্লাহর নবী (সা.) আরও বলেন: "তিন ব্যক্তি আছে যারা দ্বিগুণ পুরস্কার পায়; তাদের মধ্যে একজন হল এমন একজন যার একটি দাসী আছে এবং তাকে সর্বোত্তম উপায়ে আচার-আচরণ শেখায়, তারপর তাকে মুক্ত করে এবং নিজে তাকে বিয়ে করে"। (বুখারী)।

নারীদের পড়ার এবং লেখার জন্য নবী (সাঃ)-এর দাওয়াতের আরেকটি উদাহরণ নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে স্পষ্ট।: শিফা বিনতে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি হাফসা (রা.)-এর সাথে বসে ছিলেন যখন নবী (সা.) কাছে এসে বললেন, "আপনি কেন তাকে (অর্থাৎ হাফসাকে) রোগের প্রতিষেধক শেখান না যেভাবে আপনি তাকে লেখা পড়া শিখিয়েছেন" (আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদ)।

অর্জিত ইসলামিক শিক্ষার হক্ব

ইলমে ওহীর হক্ব সম্পর্কে সূরা মায়েদায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন –

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته

অর্থঃ আপনার নিকটে আপনার রব যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রচার করুন। যদি তা না করেন তবে যেন আপনি রিসালাতের দায়িত্বই পৌঁছান নি।

সূরা আর-রহমানে ইরশাদ হচ্ছে-

علم القرآن

অর্থঃ তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।

প্রথমোক্ত আয়াতে " যা অবতীর্ণ করা হয়েছে " তা ছিল কুরআন, ওহী এমন ইলম যা সরাসরি শিক্ষক মহান রাব্বুল আলামীন থেকে নবীজি (স:) পেয়েছেন। মহান রব এই ওহী অবতীর্ণের সাথে সাথে তার যিম্মাদারী বা হক সম্পর্কেও রাসুলকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং সম্বোধন করেছেন এভাবে- " যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আপনি তার প্রচার করুন।" অর্থাৎ ইলমের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা দেয়া, এটা এর অন্যতম হক। এ সম্পর্কে নবীজি সা: ও বিভিন্ন হাদীসে ইরশাদ করেছেন- যেমন তিনি বলেন-

بلغوا عني و لو اية

অর্থঃ "আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও পৌঁছিয়ে দাও।

অন্য এক হাদীসে এসেছে-

تعلموا العلم والفراءض و علموه الناس فاني مقبوض

অর্থঃ "তোমরা ইলম ও ফারায়েযের জ্ঞান শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে তা শিক্ষা দাও, কেননা আমাকে তুলে নেয়া হবে।"

আমরা নিজেদের দিকে একটু দেখি, আমরা পূর্ণরূপে দ্বীনের উপর চলতে পারছিতো? মাদরাসা থেকে বোরকা পড়ে বাসায় যাচ্ছি, সেখানে আমার চালচলন ঠিক আছে তো? যেহেতু ইলমে ওহী আমার সীনায়, উম্মত যেন আমাকে দেখে নিরাশ না হয়। ইলমে দ্বীন থেকে ওদের ভরসা যেন না ওঠে যায়। উপরন্তু বেপর্দা নারীরা পর্দানশীন হতে পারে এবং বেহায়াপনা লোপ পায়। এখন আমি যদি মাহরাম ছাড়া প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ঘনঘন বাইরে ঘোরাফেরা করি, কণ্ঠের পর্দা ভুলে গিয়ে উচ্চস্বরে জিনিসের দরদাম করতে থাকি, তাহলে ইলমে ওহীর যে হক্ক আমার উপর রয়েছে তার অপমান করলাম। মূলত: কথার দাওয়াত থেকে নিশ্চুপ দাওয়াত বেশি কার্যকরী। অতএব এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাবার দরকার যে, এই হক্ক আমাদের দ্বারা আদায় না হলে কি হবে? প্রথমত: আল্লাহর আদেশের সুস্পষ্ট নাফরমানী হবে। যেখানে সূরা মায়েদাতে স্বয়ং নবীজিকে সাবধান করা হয়েছে তার হক্ক সম্পর্কে যে, "যদি কুরআনের তাবলীগ না করেন, তবে যেন রিসালাতের দ্বায়িত্বই আপনি পৌঁছান নি।" সেখানে আমরা কোন ছাড় পাব? উপরন্ত নবীজি সা. তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ করে গেছেন । যার প্রমাণ হলো তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে সোয়া লক্ষ সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে বলেছিলেন- اللهم اشهد এটাই জ্বলন্ত প্রমাণ। বাকী রইল নবীর নায়েবগণ, তাঁদের জন্য এই সতর্কবাণী প্রত্যেকের উপর তার দায়িত্ব পূর্ণ না করা পর্যন্ত বহাল থাকবে।

দ্বিতীয় হক্ক সম্পর্কেও সচেতন থাকা চাই! তথা ইলম অনুযায়ী আমল করা যার ব্যাপারে উদাসীনদের সম্পর্কে ভয়ংকর সব ধমকি এসেছে। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- কতক জান্নাতী নিজেদের ধর্মীয় গুরুদেরকে দোযখে দেখে আশ্চর্য হলে, তারা তাদের সংশয় এ বলে দূর করবে যে, "আমরা অন্যদেরকে আমল করতে বলতাম কিন্তু নিজেরা আমল করতাম না।" অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে –

ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لم ينتفع بعلمه

অর্থঃ "সেই আলেম কেয়ামতের দিন সবচেয়ে মন্দ বলে বিবেচিত হবে, যে নিজ ইলম দ্বারা উপকৃত হয়নি।

অপর এক হাদীসে এসেছে- কেয়ামতের দিন ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের উভয় পা নিজস্থান থেকে সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। তন্মধ্যে একটি হলো ইলম সম্পর্কে।

ومن علمه فيما عمل

অর্থঃ "নিজের ইলমের উপর কি আমল করেছো?"

অতএব, মুমিন মাত্রই এসব ধমকির প্রতি যথাযথ সজাগ থাকা চাই। আর আমরা যেহেতু ইলমে ওহীর ধারক-বাহক, উম্মাহর ঐ সকল মহীয়সী রমণীদের উত্তরসূরী, যারা স্বীয় ইলমের হক আমল ও প্রচারের মাধ্যমে আদায় করে ইতিহাসে চির স্মরণীয় ও সম্মানিত হয়ে রয়েছেন। আল্লাহ আমাদের ইলমের হক্ক বুঝে তা যথাযথভাবে আদায়ের তাওফিক দান করুন। আমীন।

উপসংহার

মেয়েদের এবং মহিলাদের জন্য জ্ঞানের অন্বেষণও মাকাসিদ এবং মাসলিহ মুরসালাহ বা জনসাধারণের কল্যাণের প্রয়োজন, কারণ মেয়েদের শিক্ষিত করা তাদের পরিবার এবং সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা রয়েছে। কুরআন মুসলমানদেরকে তাদের সাম্প্রদায়িক জীবন উন্নত করতে, একে অপরকে সমর্থন করতে আহ্বান জানায়। পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা দেওয়া ফরজ। নারী-পুরুষ উভয়েই একদিন বাবা-মা হবেন এবং সন্তানদের বড় করবেন। নারীদের শিক্ষিত করা এবং তাদের সকলের জ্ঞান প্রদান করা তারা তাদের সন্তানদের কাছে যা পায় তা হস্তান্তর করা সহজ করে তুলবে একদিন। এটি হাইলাইট করা উচিত যে শিশুরা সবচেয়ে সম্ভাবনাময় প্রজন্ম, এবং তাদের নির্দেশিকা হিসাবে তাদের মাতার ভুমিকাই সবচেয়ে বেশী। তাই নারী শিক্ষা এমন হ'তে হবে, যাতে সে সেরা সম্পদে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দুনিয়া পুরাটাই সম্পদ। আর দুনিয়ার সেরা সম্পদ হ'ল পুণ্যশীলা নারী *(মুসলিম হা/১৪৬৭)*। তিনি বলেন, সোনা-রূপার চেয়ে মূল্যবান হ'ল ঐ স্ত্রী, যে তার স্বামীকে ঈমানের পথে সহযোগিতা করে *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৬)*।

অতএব নারীকে নিম্নোক্ত গুণাবলী সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে। যথা :

(১) সে শরী'আতের পূর্ণ পাবন্দ হবে
(২) তার যবান সংযত হবে
(৩) শারঈ পর্দায় অভ্যস্ত হবে
(৪) স্বামীর অনুগত হবে।
(৫) সন্তান প্রতিপালনে আন্তরিক হবে।
(৬) সৎকর্মশীল মহিলাদের সাথে উঠাবসা করবে।
(৭) কুরআন ও হাদীছে দক্ষ হবে।
(৮) নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া সর্বদা গৃহে অবস্থান করবে।

রাসূল সা: জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারী করেছে, নারী শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে নবী করিম সা: জোরালোভাবে বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরজ' (ইবনে মাজাহ: ২২৪)।

ওই হাদিসে জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। বরং জ্ঞান অর্জন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার ওপর কর্তব্য। পরিশেষে বলা এটা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে অবহেলা ও অবজ্ঞা করা যাবে না। হাদিসে এদের প্রতিও পুত্রসন্তানের সমান গুরুত্বের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। রাসূল সা: বলেছেন: 'কোনো ব্যক্তির যদি একজন কন্যাসন্তান থাকে এবং সে তাকে হত্যা করেনি, কোনো প্রকার অবহেলা করেনি এবং পুত্রসন্তানকে কন্যাসন্তানের ওপর কোনো প্রকার প্রাধান্য দেয়নি। আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন' (আবু দাউদ: ৫১৪৬) ।

তথ্যসূত্রঃ

১. নারী শিক্ষার গুরুত্ব। মুফতি গোলাম রাজ্জাক কাসেমী । নয়া দিগন্ত । ০৬ মার্চ ২০২০

২. ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব। মাওলানা আব্দুল হান্নান তুরুকখালি। দৈনিক ইনকিলাব। ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৮।

৩. নারীর ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। হাফেয মাওলানা শুআইব মাহদী মাহী। প্রবন্ধ। http://namajersomoy.com/article/200

৪. নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টি ভংগী। ইসলাম হাউজ.কম, www.hadithbd.com

৫. মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব। মুফতি সাঈদ আল হাসান। মাসিক আদর্শ নারী পত্রিকা, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৭।

৬.সূরা আলাক্ব ০১
সূরা যারিয়াত ৫৬
সূরা যুমার ৯
সূরা ফাতির ২৮
সূরা মুজাদালা ১১
সূরা তওবা ১২২

৭.তাফসীরে রুহুল মা'আনী।
তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন ৭ম খন্ড, ১৪১ পৃ।
আহকামুল কুরআন ৩য় খন্ড ৪৩২ পৃ।

৮.ইবনে মাজাহ ২২৪,৬১২
দারেমী ৩৪৩০
মুসলিম শরিফ ৩৩২
বুখারী শরিফ ১০১
তিরমিযি শরিফ ১১৩
নাসায়ি শরিফ
আবু দাউদ ৩৮৮৭